The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

জামি‘উত তিরমিযীর কিতাবুল হুদূদ : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

[Jami‘ al-Tirmidhi’s Kitab al-Hudud: A Theoretical Review]

Md. Abdul Mannan
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 23 June 2025
Received in revised: 30 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Imam Tirmidhi, Hudud, Acknowledgment, Recommendation, Zina (unlawful sexual intercourse), Rajm (Stoning).

ABSTRACT

In Kitab al Hudud, Imam al Tirmidhi (d. 279 AH/892 CE) presents a meticulously curated compilation of Prophetic traditions dealing with legal punishments (hudud), combining rigorous hadith criticism with juristic insight; he not only reports narrations prescribing penalties for crimes like theft, adultery, and defamation, but also highlights key exceptions—most notably Hadith 1423, “The pen has been lifted from three: the sleeping person, the boy, and the mentally insane…” emphasizing mercy, human frailty, and high evidentiary standards. Throughout the work, Imam Tirmidhī annotates chains of narration (isnsd), classifies reports by authenticity (aahih, hasan, da‘if), and often includes juristic commentary, reflecting a balance between strict legal implementation and compassionate discretion. His methodology parallels the approach of earlier scholars—like Abu Dawud and al Nasa’i—while reinforcing the primacy of mercy over punishment in Islamic jurisprudence, especially where doubt or hardship exists. This work remains influential in contemporary legal thought, as it demonstrates that the enforcement of hudud is tempered by ethical constraints and the Prophet’s concern for justice and humanity.

১. ভূমিকা

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় শাস্তি ও মানবিকতার সঠিক সমন্বয় একটি চিরন্তন চ্যালেঞ্জ। এ প্রেক্ষাপটে ইসলামী জীবন দর্শনে হাদীস সাহিত্যের এক প্রাণবন্ত অধ্যায় ‘কিতাবুল হুদূদ’ তথা দণ্ডবিধি বা বিচার-সংক্রান্ত বিধি-বিধান। হাদীস সংকলনের সোনালী যুগের অন্যতম মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী রহ.-এর গূঢ় ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক ‘কিতাবুল হুদূদ’ অধ্যায়কে কেন্দ্রীভূত করেছেন। জামি‘ তিরমিযী সংকলনের মধ্যে এই অধ্যায়টি গুরুত্বের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিশেষায়িত। কেননা এখানে শুধু দণ্ডনীয় অপরাধ ও তার প্রয়োগের নিয়ম নয়; বরং তার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও পারিপার্শ্বিক নৈতিকতা সবই তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে ইমাম তিরমিযী রহ.-এর সমকালীন সমাজে ইসলামী শাস্তিবিধির প্রয়োগ ‘হুদূদ’ অধ্যায়ের বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ‘কিতাবুল হুদূদে’ বর্ণিত হাদীসের ধরণ, হাদীসের সংগ্রহ, প্রতিটি দণ্ডবিধি বিষয়ে ইমাম তিরমিযী রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া এবং মানবিক বিচক্ষণতা দণ্ড তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া হদ্দ বা দণ্ডকে কেন প্রতিশোধ নয়; বরং প্রাসঙ্গিক সমাজ সংস্কারের এক হাতিয়ার হিসেবে দেখানো হয়েছে। সাথে সাথে বর্তমান সময়ে এই গ্রন্থের শিক্ষাগুলো কীভাবে আধুনিক আইন ও বিচারব্যবস্থায় দণ্ডনির্ধারণের ক্ষেত্রে সতর্কতা, ন্যায়, মানবিকতা ও আইন-শৃঙ্খলার ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো নিয়েও ধারণা তৈরি হবে। সুতরাং ‘কিতাবুল হুদূদ’ শুধু বিচারবিধির নিয়ম নয়; বরং মানবিকতা ও ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি একত্রে ধারণ করার এক গভীর ঐতিহ্য।

২. ইমাম তিরমিযী ও তাঁর জামি‘ পরিচিতি

ইমাম তিরমিযী রহ.-এর প্রকৃত নাম ‘মুহাম্মাদ’, উপনাম আবূ ‘ঈসা, পিতার নাম- ‘ঈসা, নিসবতী নাম তিরমিযী। তার পূর্ণ নাম হলো, আবূ ‘ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ‘ঈসা ইবনু সাওরা ইবনু মূসা ইবনু কাহহাফ আস-সুলামী আত-তিরমিযী আল-বূগী। মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার পার্শ্বে *জীহুন* নদীর বেলাভূমিতে ‘তিরমিয’ নামক শহরের দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁকে ‘তিরমিযী’ বলা হয়। আব্বাসীয় খলীফা আল-মামুনের যুগে ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। নিজ গৃহেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাঁর যুগে হাদীস চর্চার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায় হাদীসের জ্ঞান অর্জন

করা তার পক্ষে সহজ হয়েছিল। এজন্য তিনি হিজায, খোরাসান, ইরাক, রাঈ, ওয়াসিত ও বসরাসহ প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করেন। তিনি প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার কোনো কিছু শুনলেই তা হুবহু মুখস্থ বলে দিতে পারতেন। ইমাম তিরমিযী রহ. শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মাযহাব সঠিকভাবে নির্ণয় করা না গেলেও আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ.-এর মতে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে তিনি ইমাম বুখারী রহ. এর ঘনিষ্ঠ ছাত্র হওয়ায় তাঁর উপর ইজতিহাদী বুখারী রহ.-এর প্রভাব বিস্তার করে। মূলত তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না; বরং মুজতাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ২৭৯ হিজরীতে আব্বাসীয় খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে ৭০ বছর বয়সে ১৩ অথবা ১৭ই রজব রোজ সোমবার ইন্তিকাল করেন।[১]

ইমাম তিরমিযী রহ. কর্তৃক হাদীসের অনবদ্য সংকলনকে *আল-জামি'* বলা হয়। এর অপর নাম হলো, *আস-সুনান*। 'আলিমগণ এ সংকলনটিকে *সিহাহ আস-সিত্তাহ্* গ্রন্থরাজির মধ্যে *সাহীহাইনের* পরেই স্থান দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. এ গ্রন্থে প্রতিটি পরিচ্ছেদের অধীনে শিরোনামের সাথে সাযুজ্য রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয় একাধিক হাদীছ এনেছেন। অতঃপর হাদীস সংশ্লিষ্ট মাস'আলায় ফিকহবিদদের মতামতও আলোচনা করেছেন। এছাড়া তিনি হাদীসের মানগত দিক তুলে ধরেছেন এবং বর্ণনাকারী ও বর্ণিত হাদীসের সনদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সবশেষে তিনি বর্ণিত হাদীসের বিভিন্ন সনদও উল্লেখ করেছেন।[২]

৩. কিতাবুল হুদূদের পরিচয়

ইসলামে বড় বড় কিছু অপরাধ আছে, যার নির্ধারিত দণ্ডবিধি আছে। যাকে *হদ্দ* বলা হয়। *হদ্দের* আভিধানিক অর্থ হলো, সীমা, বিরত হওয়া ইত্যাদি।[৩] পারিভাষিক অর্থ হলো, **عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى** 'আল্লাহর অধিকারে নির্ধারিত অনিবার্য শাস্তিকে হদ্দ বলা হয়'।[৪] নির্ধারিত দণ্ডকে *হদ্দ* এজন্য বলা হয় যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা সীমাবদ্ধ ও নির্ধারণ করেছেন। আর যেহেতু তা অপরাধীকে পুনর্বার অপরাধ করা হতে বিরত রাখে। 'আল্লাহর অধিকারে' বলতে বুঝানো হয়েছে, তা মানুষের অধিকারভুক্ত নয়। মানুষের অধিকারভুক্ত শস্তি হলো 'কিসাস বা খুনের বদলে খুন। হদ্দের সমর্থক আরো দু'টি পরিভাষা রয়েছে। যেমন: *কিসাস*[৫], *তা'যীর*[৬], *আল-'উকূবাত*[৭], *আল-জিনায়াহ*[৮]। *হদ্দ* বা দণ্ডবিধির কতিপয় বৈশষ্ট্য রয়েছে। তা হলো,

- এটি কেবল আল্লাহর অধিকার, মানুষের নয়।[৯]
- ইসলামে দণ্ডবিধি নির্ধারিত।
- দুইভাবে দণ্ড সাব্যস্ত হয়। ১. স্বীকার করার মাধ্যমে এবং ২. সাক্ষীর ভিত্তিতে।
- দণ্ডবিধি প্রয়োগ করবে রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার প্রতিনিধি (প্রশাসন)। সাধারণ মানুষের জন্য তা প্রয়োগ করা বৈধ নয়।
- দণ্ডবিধিতে সুপারিশ বা ক্ষমা বৈধ নয়। মহানবী সা. বলেছেন, **مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ** 'যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর হদ্দ বা দণ্ডবিধিসমূহ হতে কোন হদ্দ বা দণ্ডবিধি কায়েম করতে বাধা সৃষ্টি করল, সে ব্যক্তি নিশ্চয় আল্লাহর বিরোধিতা করল'।[১০]
- অপরাধ প্রমাণে সামান্য সন্দেহ হলে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যাবে না। তবে অন্য শাস্তি দেয়া যাবে।
- নির্ধারিত দণ্ডবিধিই হলো নির্দিষ্ট অপরাধের সর্বশেষ পর্যায়ের সর্বোচ্চ শাস্তি। তার বেশি শাস্তি দেয়া বৈধ নয়।[১১]
- হদ্দ এর বহুবচন হুদূদ। ইমাম তিরমিযী রহ. হদ্দ সংক্রান্ত হাদীসমূহ একত্রিত করে একটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে নামকরণ করেছেন 'কিতাবুল হুদূদ'।

৪. 'জামে তিরমিযী'তে বর্ণিত কিতাবুল হুদূদ ও তার বিশ্লেষণ

ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর বিখ্যাত সংকলন *আল-জামি'* গ্রন্থে ১৫ (পনের) নম্বরে 'আল-হুদূদ' বা দণ্ডবিধি নামে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন। এতে ৩০টি অনুচ্ছেদের অধীনে ৪০টি হাদীছ সংকলন করেছেন। উক্ত হাদীসগুলোতে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কতিপয় অপরাধ ও তার শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত আলোচনা বক্ষমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে।

৪.১ যার উপর হদ্দ ওয়াজিব নয়

ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর 'আল-জামি' গ্রন্থে 'কিতাবুল হুদূদ' তথা দণ্ডবিধি উক্ত আলোচনা দিয়ে শুরু করেছেন। 'আলী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

'তিন প্রকার লোক হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (শাস্তি থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে) ঘুমিয়ে থাকা লোক জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত; শিশু বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের জ্ঞান না আসা পর্যন্ত'।[১২] ইবনু

'আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, একদা 'উমার রা. এর নিকটে যেনার কারণে গর্ভবতী হওয়া এক পাগলী আগমন করলে তিনি তাকে রজম করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তখন 'আলী রা. তাঁকে বললেন, আপনার নিকট কি এ হাদীস পৌঁছেনি যে, তিন ব্যক্তির উপর কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। অতঃপর উক্ত হাদীছ বর্ণনা করলেন।[১৩]

৪.২ হদ্দ কি পরিহারযোগ্য?

ইসলামী শরী'আতে হদ্দ বা নির্ধারিত শাস্তি পরিহারযোগ্য হতে পারে, যদি তা যথাযথভাবে প্রমাণিত না করা হয় বা সন্দেহজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। 'আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

«ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ».

'সাধ্যানুযায়ী তোমরা মুসলমানদেরকে দণ্ড প্রদান পরিহার করে চল। কোন প্রকার সুযোগ থাকলে তাকে দণ্ড থেকে পরিত্রাণ দাও। কেননা ইমাম শাস্তি প্রদানে ভুল করার চাইতে মাফ করে দেয়ার ভুল উত্তম'।[১৪]

ইসলামী আইনবিদরা হদ্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর শর্তারোপ করেছেন এবং সন্দেহাতীত প্রমাণের উপর জোর দিয়েছেন। হদ্দ শাস্তি প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। যেমন, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে অপরাধ করা, অপরাধ কর্মটি ইসলামী শরী'আতে হারাম সে বিষয়ে অবগত থাকা, ইসলামী বিধানের অনুসারী মুসলিম অথবা যিম্মী হওয়া।[১৫] যদি এই শর্তগুলো পূরণ না হয়, তবে হদ্দ শাস্তি স্থগিত বা মওকুফ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি চুরির ঘটনায় চোর তার কাজের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং শাস্তি এড়াতে চায়, অথবা যদি ব্যভিচারের ঘটনায় সাক্ষ্যপ্রমাণ দুর্বল থাকে, তবে হদ্দ শাস্তি প্রয়োগ নাও হতে পারে। সুতরাং হদ্দ শাস্তি অবশ্যই পরিহারযোগ্য হতে পারে, যদি তা যথাযথভাবে প্রমাণিত না হয় বা সন্দেহজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মূলত এর উদ্দেশ্য হলো, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং নিরপরাধকে শাস্তি থেকে বাঁচানো।

ইসলামের অনন্য নির্দশন হলো, মুসলিমের দোষ-ক্রটি গোপন রাখা।[১৬] হানাফী পণ্ডিতগণের লিখিত কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ কোন পুরুষকে একজন গাইরে মাহরামের সাথে ব্যভিচার করতে দেখে, তাহলে যে ব্যক্তি তা দেখেছে তার উচিত বিষয়টি শাসকের কাছে না জানানো, বরং বিষয়টি গোপন করা।[১৭] এমনকি নিজের দোষ-ক্রটিও গোপন রাখাও মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.

'আমার সকল উম্মাতকে মাফ করা হবে। তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এটা বড়ই অন্যায় যে, কোনো লোক রাতে অপরাধ করলো, যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন। আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেললো।[১৮]

উল্লেখ্য, হদ্দ কায়েম না হওয়ার ক্ষেত্রে এমন অপরাধীর তাওবাহ গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে হকের কাছাকাছি মতটি হলো, বিচারকের নিকট অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ হওয়ার আগেই যদি সে নিজের দোষ স্বীকার করে খালিস তওবা করে, তাহলে বিচারক তার উপর হদ্দ কায়েম করবেন না। তবে অপরাধী যদি নিজেই নিজের উপর হদ্দ কায়েম করতে আবেদন করে, তাহলে তা কায়েম করবেন। আর সাক্ষ্য-প্রমাণ হওয়ার পর যদি সে তওবা করে, তাহলে তাতে সে হদ্দ থেকে মুক্তি পাবে না। তার উপর হদ্দ কায়েম হলে সে যদি অন্তরে তাওবাহ করে, তাহলে হদ্দ তার পাপের কাফফারা হয়ে যাবে এবং সে সবরের প্রতিদান পাবে।[১৯]

৪.৩ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হদ্দ বাস্তবায়ন না করা

হদ্দের অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে বারবার বোঝানোর কথা রাসূল সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।[২০] হাকীমুল উম্মাহ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, 'ইমামের জন্য স্বীকারোক্তিকারীকে তালকীন করা মুস্তাহাব। কিন্তু যার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে তাকে একজন পুরুষ দ্বারা তালকীন করা হয়েছিল, তাকে নয়'।[২১] তবে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হদ্দ বাস্তবায়ন করা যাবে না। উক্ত বিষয়ে ইমাম তিরমিযী রহ. একই ধরনের দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেমন, একদা মা'ইয আল-আসলামী রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে বললেন, এই লোক (মা'ইয) যিনা করেছে। তিনি তার কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিলেন। মা'ইয রা.ও অপর দিকে ঘুরে এসে বললেন, এই লোক যিনা করেছে। তিনি আবারও তার দিখ থেকে মুখ সরিয়ে নেন। মা'ইয রা.ও পুনরায় অপর দিক হতে ঘুরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোক যিনা করেছে। তিনি চতুর্থবার তার ব্যাপারে হুকুম করলেন এবং সে মোতাবিক তাকে হাররার প্রান্তরে নেয়া হয় এবং তার উপর পাথর ছুঁড়ে মারা হয়। সে পাথরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পালিয়ে এক লোককে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। ঐ লোকটির হাতে উটের

চোয়ালের হাড় ছিল। সে তাকে তা দিয়ে আঘাত করে এবং অন্যান্য লোকজনও আঘাত করে। ফলে লোকটি মৃত্যুবরণ করে। লোকেরা এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট বর্ণনা করে যে, তিনি পাথরের আঘাতে এবং প্রত্যক্ষ মৃত্যুর স্পর্শ পেয়ে ভয়ে পালাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন'?[২২]

উক্ত হাদীসের ব্যাখায় আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, 'স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে ফিরে আসা বৈধ। তবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে নয়'।[২৩] ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, 'এ হাদীস অনুসারে একদল অভিজ্ঞ 'আলিম 'আমল করেছেন। তারা বলেছেন, যিনাকারী ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করলে (স্বীকারোক্তি দিলে) তার উপর যিনার শাস্তি কার্যকর হবে। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও একই মত দিয়েছেন। অন্য আরেক দল অভিজ্ঞ 'আলিম বলেছেন, যিনার অপরাধ একবার স্বীকার করলেই শাস্তি কার্যকর হবে। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম মালিক ও শাফিঈ রহ.। শেষোক্ত দু'জন আবূ হুরাইরা ও যাইদ ইবনু খালিদ রা. এর বর্ণিত হাদীসটি নিজেদের মতের অনুকূলে দলীল হিসাবে নিয়েছেন। হাদীসটি হলো, 'দু'জন লোক নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া সমাধানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট তা উপস্থাপন করে। তাদের মধ্যে একজন বলে, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকটির স্ত্রীর সাথে আমার ছেলে যিনা করেছে... (দীর্ঘ হাদীস)। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, হে উনাইস! তার স্ত্রীর নিকট যাও। সে যিনার পাপকে স্বীকার করলে তবে তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) কর'।[২৪] এ হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সা. তাকে একথা বলেননি যে, সে চারবার স্বীকারোক্তি করলে তাকে রজম কর'।[২৫]

৪.৪ হদ্দ বা দণ্ডবিধি বাস্তবায়নে সুপারিশ নিষিদ্ধ

ইসলামী শরী'আতে স্বীকারোক্তি কিংবা উপযুক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরে হদ্দ বা দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সুপারিশ নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সা. এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেছেন। 'আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, 'মাখযূম বংশের একজন মহিলার চুরির ঘটনা কুরাইশদেরকে চিন্তিত করে তোলে। তারা একে অপরের সাথে বলাবলি করল, এ ব্যাপারটি নিয়ে কে রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে আলোচনা করতে পারে? তারা বলল, এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলার সাহস উসামা ইবনু যাইদ ছাড়া আর কারো নেই। তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর খুবই প্রিয়। উসামা রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তিসমূহের অন্তর্ভূক্ত একটি শাস্তি প্রসঙ্গে তুমি সুপারিশ করছ? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেন,

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন ধনী-মর্যাদাশালী লোক চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত এবং তাদের মাঝে কোন দুর্বল প্রকৃতির লোক চুরি করলে তার উপর শাস্তি কার্যকর করত। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম'।[২৬] আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, 'হদ্দ বা নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রে মামলা বিচারকের সামনে আনার আগে সুপারিশ অনুমোদিত, কিন্তু পরে নয়। আর বিবেচনাধীন শাস্তির ক্ষেত্রে, উভয় সুপারিশ অনুমোদিত'।[২৭]

৪.১ যেনার হদ্দ

শারঈ পরিভাষায় যেনা বলতে শারঈ পন্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত নারী-পুরুষের অবৈধ শারীরিক সম্পর্ককে বুঝায়। কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত যেনার দলীলগুলো দ্বারা সাধারণত এই অর্থই বুঝায়। মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী রহ. বলেছেন, **هو فعل الفاحشة في قُبل امرأة لا تحل له** 'যেনা হলো, একজন মহিলার সামনে এমন অশ্লীল কাজ করা, যা তার জন্য জায়েয নয়'। যেনা কাবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম।[২৮] গর্হিত এই কাজটি যমীনের অন্যতম বড় ফাসাদ। এর ফলে বংশীয় পরিচয় সংরক্ষিত হয় না, লজ্জাস্থানের হেফাযত হয় না। অনিষ্টের সকল বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। তওবা না করে মারা গেলে আখিরাতের কঠিন শাস্তি তো আছেই। পরকালে সাজার অন্যতম হলো, যেনাকার নারী-পুরুষদেরকে জাহান্নামের আগুনে উলঙ্গ করে রাখা হবে। এজন্যই ইসলামী শরী'আতে এটিকে চিরতরে হারাম করা হয়েছে, যা কিতাব, সুন্নাত ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।[২৯] জামি' তিরমিযীর আলোকে যেনার হদ্দ সংক্রান্ত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

৪.১.১ রজম বা পাথর মেরে হত্যা করার প্রমাণ

শরী'আতে যেনা বা বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হদ্দ বা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যেনার অপরাধ সাব্যস্ত হয়। যদি ব্যভিচারী বিবাহিত হয়, তাহলে তাকে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। এটা শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। রাসূলুল্লাহ সা., আবূ বাকর রা. ও 'উমার রা. যেনাকারীকে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করেছেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা

নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সা. কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন। তিনি যা কিছু তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে রজম বিষয়ক আয়াতও ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. রজমের বিধান কার্যকর করেছেন। আমরাও তাঁর মৃত্যুর পর রজমের বিধান কার্যকর করেছি। আমার ভয় হচ্ছে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ হয়ত বলবে, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে তো আমরা রজমের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি না। তারা এভাবেই আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত একটি বিধান ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হবে। সাবধান! যিনাকারীকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা আল্লাহ তা'আলার কিতাব দ্বারা প্রমাণিত, যদি সে সুরক্ষিত (বিবাহিত) হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমাণ থাকে অথবা অন্তঃসত্তা প্রকাশিত হয় অথবা নিজেই এর স্বীকারোক্তি করে'।[৩০] আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, 'বলা হয়ে থাকে, খারেজিরা পাথর ছুঁড়ে হত্যাকে অস্বীকার করেছিল। ইবনু মাস'ঊদ রা. এর মাসহাফেও এটা ছিল। তার কপিতে বলা হয়েছে: 'বিবাহিত পুরুষ এবং বিবাহিত মহিলা, যদি তারা ব্যভিচার করে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে তাদের উভয়কেই পাথর ছুঁড়ে মার'। সুতরাং পাঠটি সুপরিচিত, কিন্তু ইমামের মাসহাফ, অর্থাৎ উসমান রা. এর মাসহাফে, পাথর ছুঁড়ে হত্যার হুকুম থেকে মুক্ত। আবার পাথর ছুঁড়ে মারার হুকুম তাওরাতেও বিদ্যমান ছিল'।[৩১]

৪.১.২ বিবাহিত ও অবিবাহিত যেনাকারের শাস্তি

সাহাবীগণ এবং প্রসিদ্ধ ইমামগণ সবাই একমত যে, বিবাহিত কোন ব্যক্তি যেনা করলে তাকে পাথর দিয়ে রজম করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। আর অবিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে প্রত্যেককে একশত ঘা চাবুক মারতে হবে আর এক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠাতে হবে। উবাদা ইবনুস সামিত রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ الرَّجْمُ، وَالبِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ

'আমার নিকট হতে তোমরা জেনে নাও। তাদের (যিনাকারীদের) জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি রাস্তা (ব্যবস্থা) করে দিয়েছেন। বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক পরস্পর যিনা করলে তাদের প্রত্যেককে একশত ঘা চাবুক মারতে হবে, তারপর পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীলোক যিনা করলে তাদের প্রত্যেককে একশত ঘা চাবুক মারতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসনে পাঠাতে হবে'।[৩২]

তবে বিবাহিত যেনাকার নারী-পুরুষকে রজমের পূর্বে চাবুকাঘাত করতে হবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 'আলী ইবনু আবী তালিব, 'উবাই ইবনু কা'ব, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রা.সহ আরও কয়েকজন সাহাবী বলেছেন, বিবাহিত যিনাকারীকে প্রথমে বেত্রাঘাত করতে হবে, তারপর রজম করতে হবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম ইসহাকও। পক্ষান্তরে আবূ বাকর, 'উমার রা. এবং আরো কিছু সাহাবী বলেছেন, বিবাহিত যিনাকারীকে রজম করতে হবে, তাকে বেতের শাস্তি প্রদান করবে না। কেননা মা'ইযের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসে এবং আরো কিছু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. রজম করার (পাথর মেরে হত্যার) হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু পূর্বে বেত্রাঘাত করার হুকুম দেননি। এই মত গ্রহণ করেছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ ও আহমাদ রহ.।[৩৩] তবে অবিবাহিত যেনাকারীর ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত করতে হবে এবং নির্বাসন দিতে হবে।[৩৪]

৪.১.৩ সন্তান জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত গর্ভবতী নারীর শাস্তি বিলম্বিত করা

যেনা করার কারণে মহিলা যদি সন্তান সম্ভাবা হন, তাহলে সন্তান জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত গর্ভবতী নারীর শাস্তি বিলম্বিত করতে হবে। 'ইমরান ইবনু হুসাইন রা. হতে বর্ণিত, 'জুহাইনা বংশের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সা.এর নিকট নিজের যিনার কথা স্বীকার করে এবং বলে, আমি গর্ভবতী অবস্থায় আছি। রাসূলুল্লাহ সা. তার অভিভাবককে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তার সাথে উত্তম আচরণ কর এবং সে সন্তান প্রসব করার পর আমাকে খবর দিও। তার অভিভাবক তাই করল। তিনি তার ব্যাপারে আদেশ করলেন এবং সে মোতাবিক তাঁর দেহে তার কাপড় শক্তভাবে বাঁধা হল। তারপর তিনি তাকে রজম করার (পাথর মেরে হত্যার) হুকুম করলেন। অতএব তাকে রজম করা হল। তারপর তিনি তার জানাযার নামায আদায় করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব রা. তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে রজমের নির্দেশ দিলেন আবার আপনিই তার জানাযার নামায আদায় করলেন! তিনি বললেন, সে এরূপ তাওবা করেছে যদি তা মাদীনার সত্তরজন লোকের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে সেই তাওবা তাদের সকলের (গুনাহ মাফের) জন্য যথেষ্ট হবে। হে উমার! সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তার জীবনকে কুরবানী করে দিয়েছে। তুমি কি এর চেয়েও উত্তম কিছু পেয়েছ'?[৩৫]

৪.১.৪ আহলি কিতাবের যেনাকারকেও রজম করা

মুসলিম রাষ্ট্রে আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টান কোন ব্যক্তি যেনা করলে তাকেও মুসলিম খলীফা রজম করবে। এটা রাসূল সা. এর বিশেষ নির্দেশনা। ইবনু 'উমার রা. হতে বর্ণিত, 'যেনাকারী একজন ইয়াহুদী পুরুষ ও একজন ইয়াহুদী মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সা. রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন'।[৩৬] অধিকাংশ 'আলিম বলেছেন, আহলে কিতাবগণ

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে তার সমাধানের জন্য মুসলিম বিচারকের নিকট এলে তিনি কুরআন-সুন্নাহ ও মুসলমানদের আইন-কানুন মতো বিচার করবেন। এই অভিমত প্রকাশ করেছেন আহমাদ ও ইসহাক। অপর একদল অভিজ্ঞ 'আলিম বলেছেন, যেনার বেলায় তাদের উপর হদ্দ প্রতিষ্ঠিত করা হবে না। তবে প্রথমোক্ত মতটি অনেক বেশি সহীহ'।[৩৭] আবূ হানীফা রহ. বলেন, আহলে কিতাবদের রজম করা যাবে না। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, আহলে কিতাবদের রজম করা যাবে। এটাকে ইমাম আহমাদও রহ. সমর্থন করেছেন।[৩৮]

৪.১.৫ হদ্দ প্রতিষ্ঠিত হলে যেনার পাপ মাফ হয়

হদ্দ প্রমাণিত হলে যেনার পাপ মাফ হওয়া প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের মতানুসারে হদ্দের শাস্তি কার্যকর হওয়ার পর যেনার পাপ মাফ হবে না। শাফেঈ মাযহাবের মতে কাফফারাহ হবে। হাকীমুল উম্মাহ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, 'আমাদের ইমাম ও শায়খগণের কাউকে পাইনি যে, হদ্দ প্রতিষ্ঠিত হলে যেনার পাপ মাফের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হবে কাফফারা হবে না। বরং কোন কোন মুহাক্কিক মনে করেন যে, শরী'আতের দণ্ড কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে কাফফারা গণ্য হবে। আর এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এটিই'।[৩৯] উক্ত অভিমতের পক্ষে ইমাম তিরমিযী রহ. নিম্নোক্ত হাদীসটি নির্বাবন করেছেন। 'উবাদা ইবনুস সামিত রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সা. এর সামনে কোন এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা এই কথার উপর আমার নিকট বাই'আত কর যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে তোমরা কোন অংশীদার স্থাপন করবে না, চুরি করবে না এবং যিনা-ব্যভিচার করবে না। তারপর তিনি বাই'আত বিষয়ক পূর্ণ আয়াত তাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনালেন। অতঃপর তিনি বললেন,

﴿فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ﴾

'তোমাদের যে লোক এই বাই'আত পূর্ণ করবে, আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে তার জন্য পুরস্কার। আর কোন মানুষ এর কোন একটি অপরাধে জড়িয়ে পড়লে এবং এর জন্য তাকে শাস্তিও প্রদান করা হলে তাতে তার গুণাহের কাফফারা হয়ে যাবে। আর কোন মানুষ এর কোন একটি অপকর্ম করে বসলে এবং আল্লাহ তা'আলা সেটাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে দিলে তার প্রসঙ্গটি আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত। তাকে আল্লাহ তা'আলা চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন আবার মাফও করে দিতে পারেন'।[৪০] কাযী আয়ায রহ. বলেন, অধিকাংশ আলিমের অভিমত হলো, হদ্দ প্রতিষ্ঠিত হওয়া যেনার পাপের কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে। আর সকলেরই এই হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।[৪১]

৪.১.৬ যেনাকার ক্রীতদাসের শাস্তি

ক্রীতদাস যেনায় লিপ্ত হলে তাকে তিনবার চাবুক মারতে হবে। এরপরেও যেনায় লিপ্ত হলে তাকে সামান্য মূল্যে হলেও বিক্রয় করে দিতে হবে। আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

'তোমাদের মধ্যে কারো দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের নির্দেশ মোতাবেক তিনবার চাবুক পেটা কর। যদি এরপরও (চতুর্থবার) সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে বিক্রয় করে দাও একটি পশমের দড়ির পরিবর্তে হলেও'।[৪২] তবে কে শাস্তি প্রদান করবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, 'এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সা. এর একদল সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মনে করেন, মালিক তার গোলামের উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করবে, শাসক নয়। এই অভিমত দিয়েছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও। তাদের অন্য একদল বলেছেন, মালিক নিজে হদ্দ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। তাকে শাসকের নিকট সোপর্দ করতে হবে। প্রথম মতটিই অনেক বেশি সহীহ'।[৪৩] আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, ইরাকীগণ বলেন, শাসক শাস্তি দিবে। হিজাযীগণ বলেন, ক্রীতদাসের মালিক শাস্তি দিবে। তবে আমাদের নিকট এ হাদীসের অর্থ হলো, শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দাসের মালিক যথেষ্ট হবে না। আর এর দ্বারা মালিক নিজেই তার শাস্তি দিবে অর্থ বুঝায় না'। অতঃপর তিনি কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করেছেন।[৪৪]

৪.১.৭ নিজ স্ত্রীর দাসীর সাথে যেনাকারীর শাস্তি

স্ত্রীর দাসীর সাথে কোন ব্যক্তি যদি যেনা করে, তাহলে তার হদ্দ নির্ধারিত। স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য তার দাসীকে হালাল করে দেয়, তাহল একশত বেত্রাঘাত। আর হালাল না করলে রজম করতে হবে। হাবীব ইবনু সালিম রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে যেনা করলে তাকে নু'মান ইবনু বাশীর রা. এর নিকটে আনা হয়। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সা.এর ফায়সালার মতই ফায়সালা করব।

যদি তার স্ত্রী এই বাঁদীকে তার জন্য হালাল করে দিয়ে থাকে তবে আমি এই ব্যক্তিকে একশত বেত্রাঘাত করব। যদি সে তাকে স্বামীর জন্য হালাল করে না দিয়ে থাকে তবে আমি তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করব'।[৪৫] আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, 'আবূ হানীফা রহ. বলেন, এই ব্যক্তির জন্য কোন শাস্তি নেই। সে এটিকে এমন একটি সন্দেহ তৈরি করেছে, যা শাস্তিকে বাধা দেয়। তার মতে, সন্দেহ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত: চুক্তিতে সন্দেহ, স্থানের সন্দেহ এবং বিভ্রান্তির সন্দেহ'। অতঃপর أَحَلَّتْهَا لَهُ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, দান করা, বিবাহ করা ও মালিকত্ব গ্রহণ ছাড়া দাসীর সাথে সহবাস করা। এটা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে আমাদের নিকট এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসটি তা'যীরের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য। নিঃসন্দেহ তা'যীর নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে বেশি হবে না। আর নির্ধারিত শাস্তি হলো চল্লিশ বেত্রাঘাত'।[৪৬] উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করে তার শাস্তি প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের মাঝে মতের অমিল আছে। রাসূলুল্লাহ সা.এর একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবী, যেমন 'আলী ও ইবনু 'উমার রা.এর মতে, তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে হবে। ইবনু মাসঊদ রা. বলেন, তার উপর হাদ্দ কার্যকর হবে না; বরং তাকে তা'যীরের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক রহ. নু'মান রা.-এর হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী মত দিয়েছেন।[৪৭]

৪.২ মাদকদ্রব্য সেবনকারীর হদ্দ

ইসলামে সকল প্রকার মাদকতা নিষিদ্ধ। এটি হদ্দযোগ্য অপরাধ এবং কবীরাহ্ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সা. মাদক সেবনকারীর উপর দু'টি জুতা দিয়ে চল্লিশ ঘা হদ্দ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৮] ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, মদ পানকারীর শাস্তি ৪০ বেত্রাঘাত। আবূ হানীফা রহ. বলেন, ৮০ বেত্রাঘাত।[৪৯] আনাস রা. হতে বর্ণিত, 'একজন লোককে নবী সা.এর নিকট নিয়ে আসা হয়। সে মাদক সেবন করেছিল। তিনি দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে তাকে প্রায় চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। আবূ বাকর রা.ও একইরকম শাস্তি দেন। 'উমার রা. খালীফা হওয়ার পর জনগণের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। 'আবদুর রাহমান ইবনু আওফ রা. তখন বলেন, আশিটি বেত্রাঘাত হল সবচেয়ে হালকা (সর্বনিম্ন) শাস্তি। অতএব 'উমার রা. আশিটি বেত্রাঘাতেরই আদেশ দিলেন।[৫০] তবে অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে লোক সুরা পান করে তাকে চাবুক পেটা কর। যদি সে লোক চতুর্থবার সুরাপানে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে মেরে ফেল'।[৫১] তবে পূর্বে মদ পানকারীকে মেরে ফেলার হুকুম ছিল। পরে সেটাকে বাতিল করা হয়েছে'।[৫২]

৪.৩ চুরির হদ্দ

চুরি করা ইসলামে হদ্দযোগ্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ সা. এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি চুরি করার অপরাধে (চোরের) হাত কাটার হুকুম দিতেন।[৫৩] এমনকি একটি ঢাল চুরির দায়ে তিনি চোরের হাত কাটার হুকুম দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।[৫৪] এই বিষয়ে বিশটি মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইবনু হাজম রহ. বলেন, এক দানা যব চুরি করলেও হাত কেটে ফেলা হয়। মালিক রহ. বলেন, তিন দিরহাম চুরি করলে হাত কেটে ফেলা হয়। আল-শাফি'ঈ রহ. বলেন, এক চতুর্থাংশ দীনার চুরি করলে হাত কেটে ফেলা হয়। আবূ হানিফা রহ. ও সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, দশ দিরহামের কম চুরি করলে কোনও চোরের হাত কাটা যাবে না।[৫৫] তবে চোরের হাত কাটার পর কর্তিত হাত ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া সুন্নাহ। যদিও জামি' আত-তিরমিযীতে বর্ণিত এ প্রসঙ্গে হাদীসকে তিনি দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।[৫৬] ফল, গাছের মজ্জা চুরি করলে এবং সামরিক অভিযান চলা অবস্থায় কেউ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।[৫৭]

৪.৪ আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী ও লুণ্ঠনকারীর হদ্দ

আত্মসাৎকারী (الخائن) হলো এমন ব্যক্তি, যিনি গোপনে টাকা নেন এবং প্রকাশ্যে মালিককে পরামর্শ দেন। ছিনতাইকারী (المختلس) হলো যে গোপনে অর্থ চুরি করে। লুণ্ঠনকারী (المنتهب) হলো সেই ব্যক্তি যে জোর পূর্বক টাকা চুরি করে।[৫৮] শরী'আতে এ সকল অপরাধকর্মের কারণে হাত কেটে ফেলার কোন দণ্ড নেই।[৫৯] কাযী আয়ায রহ. বলেন, 'মহান আল্লাহ চোরের হাত কেটে ফেলা বাধ্যতামূলক করেছেন। তবে অন্যান্য অপরাধের জন্য যেমন আত্মসাৎ, ডাকাতি এবং লুণ্ঠনকারীর জন্য তা বাধ্যতামূলক করেননি। কারণ চুরির তুলনায় এটি নগণ্য'। ইমাম শাফিঈ ও আবূ হানীফার মতে, উক্ত অপরাধের কারণে হাত কাটা যাবে না।[৬০] তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তিমূলক বিচারক তাকে শাস্তি দিতে পারবেন।

৪.৫ ধর্ষিতা নারী ও ধর্ষণকারীর হদ্দ

ধর্ষন মানবতাবিরোধী অপরাধ। শরী'আতে এ অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত। তবে ধর্ষিতা নারী শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। 'আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়াইল ইবনু হুজর রা. হতে তাঁর পিতা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি (ওয়াইল ইবনু হুজর)

বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.এর যুগে একটি স্ত্রীলোককে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সা. স্ত্রীলোকটিকে হাদ্দ (যেনার শাস্তি) হতে মুক্তি দেন, কিন্তু তার ধর্ষণকারীর উপর হাদ্দ (যেনার শাস্তি) কার্যকর করেন। তিনি তার জন্য মোহর নির্ধারণ করেছেন কী-না রাবী তা বর্ণনা করেননি'।[৬১] আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, তিনি বললেন, তার জন্য মোহরানা নির্ধারণ করেছেন কী-না বর্ণনাকারী সন্দেহ পোষণ করেছেন। এছাড়া শাস্তি এবং মোহরানা একসাথে আসতে পারে না'।[৬২] ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, নবী সা.-এর বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ ও তৎপরবর্তী 'আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, যে নারীকে জোরপূর্বক যেনায় লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয় অর্থাৎ যাকে ধর্ষণ করা হয় সে হাদ্দমুক্ত (যেনার শাস্তিমুক্ত)।[৬৩]

৪.৬ পশুর সাথে কু-কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির হদ্দ

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিষবাস্পে বিকৃত মানসিকতার কতিপয় মানুষ তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন পশুকে বেছে নেয়। তারা পশুর সাথে কু-কর্মে লিপ্ত হয়। ইসলামী শরী'আতে এটা হদ্দযোগ্য অপরাধ, তাহলোঃ যেনাকার ও পশু উভয়কে হত্যা করা। ইবনু 'আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ 'তোমরা যে মানুষকে পশুর সাথে কু-কর্মে লিপ্ত দেখ, তাকে এবং পশুটিকে হত্যা কর'। ইবনু 'আব্বাস রা.-কে বলা হল, পশুটির অপরাধ কী? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে কিছু শুনিনি। তবে আমার ধারণামতে, যে পশুটির সাথে এরূপ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. তার গোশত খাওয়া বা এটাকে কোন কাজে ব্যবহার করাকে লোকদের জন্য পসন্দ করেননি'।[৬৪] উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় 'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ. বলেন, 'পশুকে হত্যা করার কারণ হলো, যাতে এর থেকে মানুষের আকারে কোন প্রাণীর জন্ম না হয় এবং ঘৃণার বশে বলা হয়েছিল যে এর মালিক এটি রাখার জন্য পৃথিবীতে অপমানিত হবেন'।[৬৫]

৪.৭ পায়ুকামী বা সমকামীর হদ্দ

সমকামিতা (Homo Sexuality) একটি চরম ঘৃণিত সামাজিক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে নৈতিক বিপর্যয়, পারিবারিক ভাঙ্গন এবং চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সমমৈথুন নিষ্ফল ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। এর পরিণাম দুঃখ ও চিন্তা ভারাক্রান্ততা এবং শেষ পর্যন্ত অপমৃত্যু ছাড়া কিছু নয়। সমকামিতা পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির কাছে অত্যন্ত কদর্য ও ঘৃণিত কাজ হিসেবে স্বীকৃত হলেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যসহ গোটা পৃথিবীতে আজ সমকামিতার প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথ আল্লাহ নবী লূত আ. এর সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই জঘন্যতম অপরাধকর্মের সূচনা করেছিল। ইসলামী শরী'আতে এটা কাবীরা গুনাহ ও হদ্দযোগ্য অপরাধ। কারোর ব্যাপারে সমকাম প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে ও তার সমকামী সঙ্গীকে শাস্তি স্বরূপ হত্যা করতে হয়। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আকীল রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাবির রা.-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ 'আমি যে কুকর্মটি আমার উম্মাতের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সর্বাধিক ভয় করি তা হল লূত সম্প্রদায়ের কুকর্ম'।[৬৬]

জামি' তিরমিযীতে সমকামিতার হদ্দ বর্ণনায় বর্ণিত হাদীসটি হলো, ইবনু 'আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ 'তোমরা যে মানুষকে লূত আ. এর সম্প্রদায়ের কুকর্মে (সমকামিতায়) নিয়োজিত পাবে সেই কুকর্মকারীকে এবং যার সাথে কুকর্ম করা হয়েছে তাকে মেরে ফেলবে'।[৬৭] হিজাজীরা বলেছে, 'বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে সমকামিতা ব্যভিচারের মতো'। ইরাকিরা বলেছে, 'এর জন্য কোন শাস্তি নেই, এমনকি যদি এটি ব্যভিচারের চেয়েও গুরুতর হয়, কারণ এটি ব্যভিচার নয়। বরং ইমামের নিকট যা উপযুক্ত মনে হয় তার দ্বারা শাস্তি দেয়া। যেমন তার উপর দেয়াল ভেঙে ফেলা বা আগুন দিয়ে পুড়নো। এর উৎস ছিল কুরআনে লূতের জাতির ধ্বংস। এ হাদীছে আমাদের জন্য বলা হয়েছে যে, হত্যা করতে হবে। আর হত্যা হদ্দ নয়, কারণ হদ্দ হল বেত্রাঘাত বা পাথর নিক্ষেপ। মুহাদ্দিসগণের নিকটে এই অনুচ্ছেদ বর্ণিত অন্যান্য স্থানে বর্ণিত হাদীছ অপেক্ষা শক্তিশালী।[৬৮] অভিজ্ঞ 'আলিমদের মধ্যে লাওয়াতাতকারীর (সমকামীর) শাস্তির ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সমকামীকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে হবে, সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। অন্য একদল ফিকহবিদ তাবিঈ যেমন হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখঈ, 'আতা ইবনু আবূ রাবাহ প্রমুখ বলেছেন, সমকামীর শাস্তি যিনাকারীর শাস্তির মতই। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের।[৬৯]

৪.৮ মুরতাদের হদ্দ

দ্বীন পরিত্যাগ করাকে আরবীতে اَلرِّدَّةُ বলা হয়। 'আর-রিদ্দাহ'-এর পরিচয় প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী রহ. বলেন, هِيَ الرُّجُوْعُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ 'ইসলাম থেকে কুফরীতে ফিরে যাওয়া'। আর 'মুরতাদ' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো বিমুখ হয়েছে বা ফিরে গিয়েছে এমন ব্যক্তি। অর্থাৎ اَلْمُرْتَدُّ: هُوَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامُهُ طَوْعاً 'যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরে স্বেচ্ছায় কুফরীতে ফিরে গেছে, তাকে মুরতাদ বলা হয়'।[৭০]

মুরতাদ বা দ্বীন পরিত্যাগকারী ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। তাওবাহ না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। মুরতাদরা প্রকৃত কাফির থেকেও কঠিন অপরাধী। কেননা কাফেররা সত্য জানে না, কিন্তু মুরতাদ সত্য জানার পরেও মিথ্যার দিকে ধাবিত হয়। অতএব, মুরতাদ ব্যক্তিকে যদি তওবা করার পূর্বে হত্যা করা হয় কিংবা সে মারা যায়, তাহলে সে কাফির। যার গোসল করানো যাবে না, কাফন পরানো যাবে না, তার জানাযার সালাত পড়া যাবে না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা যাবে না।[৭১] মুরতাদ বা স্বীয় দীন পরিত্যাগ করলে শরী'আতে তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। ইকরিমা রহ. হতে বর্ণিত, 'একদল মানুষ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে (মুরতাদ হয়ে গেলে) 'আলী রা. তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন। ইবনু 'আব্বাস রা.-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী মোতাবিক হত্যা করতাম। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে মানুষ তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে মেরে ফেল'। আমি (ইবনু 'আব্বাস) কখনো তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে মারতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ তা'আলার আযাব (আগুন) দ্বারা (কাউকে) শাস্তি দিও না'। একথা 'আলী রা.-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, ইবনু 'আব্বাস রা. সঠিক বলেছেন'।[৭২] ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, 'এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ 'আলিমগণ ধর্মত্যাগীর হুকুমের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন মহিলা ইসলাম ধর্ম বর্জন করলে তার কী শাস্তি হবে এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে দ্বিমত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম আওযাঈ, আহমাদ ও ইসহাক। অপর একদল বলেছেন, তাকে বন্দী করা হবে, মেরে ফেলা যাবে না। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের'।[৭৩]

৪.৯ রক্তপাতের উদ্দেশ্যে অস্ত্র উত্তোলনকালীর হদ্দ

কারো উপর অস্ত্র উত্তোলন করা, বিশেষ করে যদি তা কোনো সহিংস উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে তা একটি গুরুতর অপরাধ হতে পারে। শরী'আতে এরূপ ব্যক্তি উম্মাতে মুহাম্মাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আবূ মূসা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا 'আমাদের বিপক্ষে যে মানুষ অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৭৪] 'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ. বলেন, 'আমাদের পথে নয় অথবা আমাদের পথে না চলার কারণে নয় কারণ একজন মুসলিমের অধিকার হলো অন্য মুসলিমের উপর তাকে সমর্থন করা এবং তার পক্ষে লড়াই করা, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা হত্যার উদ্দেশ্যে অস্ত্র তুলে তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত না করা। একই কথা প্রযোজ্য, যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, যে তার গালে আঘাত করে এবং তার পোশাক ছিঁড়ে ফেলে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৭৫]

৪.১০ জাদুকরের হদ্দ

জাদুর পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে জাদুকর বলে।[৭৬] যাকে আরবীতে سَاحِرٌ বলা হয়।[৭৭] যা একবচন, বহুবচন হলো سَحَرَةٌ।[৭৮] জাদু এমন কাজ, যাতে শয়তানের নৈকট্য অর্জন করা হয় এবং তা তারই সাহায্যে হয়ে থাকে।[৭৯] শাইখ সালিহ আল-ফাওযান বলেন, 'জাদু এমন এক বিষয়ের নাম, যার কারণ গোপন, সূক্ষ্ম ও উহ্য থাকে। জাদুকে আরবীতে সেহর (سِحْرٌ) বলে নাম করার কারণ হলো তা এমন কিছু গোপন বিষয়ের মাধ্যমে করা হয়, যা চোখে দেখা যায় না। তা হলো কিছু মন্ত্র ও ঝাড় ফুঁক, কিছু কথা যা জাদুকর বলে, কিছু ঔষধ ও ধোঁয়া'।[৮০]

জাদু নিঃসন্দেহে শয়তানী কর্ম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারাম, শিরক এবং খারাপ-ঘৃণিত আত্মাসমূহের চাহিদা মতো নৈকট্যলাভ ছাড়া এ জাদু ও তার প্রভাব হয় না। তাছাড়া আল্লাহর সাথে শরীক করা ব্যতীত জাদুকরের কাজ সিদ্ধি হয় না। এ কারণে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সা. জাদুকে শিরকের সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং তা ধ্বংসাত্মক কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৮১] জাদুকরের শাস্তি প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী রহ. যে হাদীস সংকলন করেছেন তাহলো: জুনদুব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ 'যাদুকরের শাস্তি হল তরবারির আঘাতে মৃতুদণ্ড'।[৮২] এটা সর্বজনবিদিত যে, জাদু হলো শিরক। কারণ এটি শয়তানের সাহায্য ছাড়া

ঘটে না এবং মানুষের মধ্যে এটি ছড়িয়ে পড়ার বিপদ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব, কারো ব্যাপারে জাদুকর হওয়া যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। শাইখ সালিহ আল-ফাওযান বলেন,

فَلَا شَكَّ أَنَّهُ كُفْرٌ وَشِرْكٌ يُنَاقِضُ الْعَقِيْدَةَ، وَيَجِبُ قَتْلُ مُتَعَاطِيْهِ، كَمَا قَتَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাদু করা শিরক ও কুফরী এবং সঠিক আক্বীদাহ নষ্টকারী বিষয়। যারা জাদু করে, তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। যেমন প্রথম সারির সাহাবীগণ রা. জাদুকরদের একটি দলকে হত্যা করেছিলেন'।[৮৩] তিনি আরো বলেন, 'জাদুকরের দণ্ডবিধি হলো, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। কেননা সে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 'জাদু এটাই; নিশ্চয় আল্লাহ এখনই এটাকে বানচাল করে দিবেন; আল্লাহ এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ সম্পন্ন হতে দেন না'।[৮৪] অতএব, জাদুকর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। সে কাফেরও। আর কাফেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। যদি সে প্রকৃত কাফের হয়, তাহলে তার কুফরী ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার কারণে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। আর যদি মুসলিম হয়, অতঃপর জাদুর কাজ করে, তাহলে দ্বীন পরিত্যাগের কারণে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। কেননা জাদু ইসলাম বিনষ্টের অন্যতম কারণ'।[৮৫] ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, 'নবী সা. এর একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী 'আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। মালিক ইবনু আনাসও এই মত দিয়েছেন। শাফিঈ রহ. বলেছেন, 'যাদু যদি কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হয় তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর কুফরীর চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না'।[৮৬]

৪.১১ গনীমতের মাল আত্মসাৎকারীর হদ্দ

যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে গনীমত বলা হয়। জীবন বাজি রেখে মরণপন জিহাদ করার পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে মাল আত্মসাৎকারী হদ্দ বা দণ্ডবিধি নির্ধারিত। আর তাহলোঃ আত্মসাৎকৃত মাল সম্পূর্ণটাই পুড়িয়ে দেয়া। 'উমার রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ 'তোমরা যাকে আল্লাহ তা'আলার পথে (গানীমাত) আত্মসাৎ করতে দেখবে তার মালপত্র সব পুড়িয়ে দিবে। সালিহ রহ. বলেছেন, আমি মাসলামার নিকটে গেলাম। এ সময় সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ তার নিকটই ছিলেন। তিনি এক আত্মসাৎকারীকে পেলেন। সালিম রহ. তখন রাসূলুল্লাহ সা. এর এ হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি তার মালপত্র পুড়িয়ে দেয়ার হুকুম দিলে তা পুড়িয়ে দেয়া হয়। তার মালপত্রের মধ্যে এক জিল্‌দ কুরআন পাওয়া গেলে সালিম রহ. বলেন, তা বিক্রয় করে তার মূল্য দান-খাইরাত করে দাও'।[৮৭]

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, 'গানীমাতের মাল আত্মসাৎকারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর আরো হাদীস আছে। কিন্তু তিনি তাতে তার মালপত্র পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেননি'।[৮৮] সেখানে আত্মসাৎ করার কারণে তাকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৮৯]

৪.১২ কাউকে হিজড়া বললে তার হদ্দ

ইসলামী শরী'আতে কোন ব্যক্তি যদি কাউকে মুখান্নাস বা হিজড়া বলে, তাহলে তার হদ্দ বা দণ্ডবিধি নির্ধারিত। কাউকে হিজড়া বলার দণ্ড হলো বিশ বেত্রাঘাত। ইবনু 'আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ 'যখন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলে, 'হে ইয়াহুদী', তখন তাকে বিশটি চাবুক মার। যখন সে বলে, 'হে নপুংসক বা হিজড়া', তখন তাকে বিশটি চাবুক মার। আর যে ব্যক্তি মাহরাম আত্মীয়ার সাথে যেনা করে তাকে হত্যা কর'। আবূ ঈসা আত-তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি আমরা শুধু উল্লেখিত সনদেই জেনেছি। এ হাদীসের অধঃস্তন রাবী ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।[৯০]

৪.১৩ তা'যীর

নির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে হদ্দ বা দণ্ডবিধি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। এর বাইরে অপরাধসমূহ নির্মূলের ক্ষেত্রে বিচারক অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় রেখে একটি ফায়সালা করবেন। বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত এমন সমাধানকে তা'যীর বলা হয়। মূলত তা'যীর হলো নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে ছোট একটি শৃঙ্খলা। এর উৎপত্তি 'আযর' থেকে; যার অর্থ প্রতিক্রিয়া জানানো এবং নিবৃত্ত করা।[৯১] শরী'আত তা'যীরের সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ করেছে। আবূ বুরদা

ইবনু নিয়ার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ 'আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হদ্দের অন্তর্ভুক্ত কোন অন্যায় ছাড়া (অন্য অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে) দশটির বেশি বেত্রাঘাত প্রদান করা যাবে না'।[৯২]

হাকীমুল উম্মাহ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, 'ইবনু দাকীক আল-ঈদ রহ. বলেন, সমসাময়িক কিছু হাদীস বিশারদ থেকে আমাদের কাছে এসেছে যে, তিনি বলেছেন, সীমা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা ফিকহ শাস্ত্রের সীমা নয়; বরং আল-কুরআনের সীমা, অর্থাৎ শরী'আতের নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তা হলো, ছোট বা তুচ্ছ বিষয়ে দশটি বেত্রাঘাতের বেশি কোন শাস্তি দেয়া উচিত নয়। ইবনু তাইমিয়া রহ. এর মত আমি বলি, এটা সম্ভব যে এই অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তা হলো অত্যাচারীদের অন্যায়কে বাধা দেয়া, অর্থাৎ তুচ্ছ বিষয়ে বিত্রাচারী শাস্তি রোধ করা'।[৯৩]

৫. উপসংহার

'কিতাবুল হুদূদ' ইসলামী শরী'আহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা অপরাধ ও এর প্রতিক্রিয়ার নির্দিষ্ট সীমা ও বিধান নির্ধারণ করে। ইমাম তিরমিযীর *আল-জামি'* গ্রন্থে হাদীসগুলোকে তুলে ধরার পদ্ধতি হলো, ন্যায়পরায়ণতা এবং দয়ালুতার মধ্যে সূক্ষ্ম সমন্বয়। শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদা দয়া ও সহনশীলতা প্রাধান্য পাবে; কারও দোষ প্রমাণ না হলে বা ন্যায়সংগত অন্য পথ থাকলে, তা অনুসরণ করা উত্তম। অন্যদিকে, চুরির মতো অপরাধে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদে হাত কেটে ফেলার বিধান এবং বিবাহিত অশ্লীলতার ক্ষেত্রে চার সাক্ষীর ভিত্তিতে শাস্তি থাকা; এসব নির্দেশিত হাদীসগুলো ইসলামের নৈতিক কাঠামো নিশ্চিত করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, পশুর সাথে অশ্লীলতা, সমাকামিতাসহ কিছু অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড; এসব বিষয়েও হাদীসভিত্তিক ফিকহ ইমাম তিরমিযীর *আল-জামি'* গ্রন্থের এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। উপরোক্ত বিধানগুলো সমাজে নৈতিকতা ও নিরাপদ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের পরিবেশ নিশ্চিত করবে। ইমাম তিরমিযী রহ. এর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের শিখায় যে, ইসলাম কখনই অন্ধ কঠোরতা নয়, বরং সর্বদা দায়বদ্ধ বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য নির্দেশ দেয়। অপরাধ হলে শাস্তি থাকা দরকার, তবে শাস্তি শুরু না করে প্রথমেই দয়ার পথ খোলা রাখাও ইসলামী নীতির অংশ। এভাবে, 'কিতাবুল হুদূদ' সমাজে নৈতিকতা রক্ষা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত ভারসাম্য রচনা করে, যেখানে অপরাধের গভীরতার সাথে ন্যায়-পরিকাঠামো রক্ষা করা হয় অন্যদিকে ক্ষমা ও সহানুভূতির দিক দিয়ে মানবিক সহমর্মিতা ও উন্নয়নের পথও একত্রে বজায় থাকে। সুতরাং ইসলাম কোনো ব্যাপারে একতরফা কঠোর না; বরং দণ্ড তখনি প্রয়োগ্য যখন প্রয়োজন, আর তার আগে সর্বোচ্চ সহানুভূতি ও বিচারপ্রজ্ঞার প্রদর্শনী অব্যাহত থাকে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *'উলূমুল হাদীছ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, বিআইআইটি, মে ২০২৪ খ্রি.), পৃ. ৪২৩-২২৫।

২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৫-৪২৬।

৩ আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু আযহারী আল-হারাবী, *তাহযীবুল লুগাহ*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হি.), পৃ. ২৬৯-২৭০; আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনু ফারিস ইবনু যাকারিয়া আল-কাযভীনী আর-রাযী, *মু'জামু মাকাইসিল লুগাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৩।

৪ 'আলী মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী আয-যাইনুশ শরীফ আল-জুরজানী, *কিতাব আত-তা'রীফাত* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৮৩।

৫ 'কিসাস' শব্দের অর্থ الْمُمَاثَلَةُ 'সাদৃশ্য'। পরিভাষায়, أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْجَانِي مِثْل مَا جَنَى كَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْجُرْحِ بِالْجُرْحِ 'অপরাধীকে তার কৃতকর্মের অনুরূপ যে শাস্তি দেয়া হয়, যেমন জীবনের বিনিময়ে জীবন এবং ক্ষতের বিনিময়ে ক্ষত'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى 'হে ঈমানদারগণ! নিহতগণের সম্বন্ধে তোমাদের জন্যে কিছাছ ফরয করা হলো; স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী'। প্রতিশোধ নেয়া নির্ধারিত শাস্তি নয়, কারণ এটি একটি পূর্বনির্ধারিত শাস্তি, যা বান্দাদের জন্য একটি অধিকার। দ্র. আল-কুরআন, ২: ১৭৮; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ*, ১৭শ খণ্ড (কুয়েত: দারুস সালাসিল, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১৩০।

৬ 'তা'যীর' শব্দের অর্থ الرَّدِّ وَالْمَنْعِ 'প্রত্যাখ্যান করা বা নিষেধ করা'। এটি মন্দের পুনরাবৃত্তি রোধ করে এবং মহিমান্বিতকরণকে নির্দেশ করে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ 'যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর প্রতি ঈমান আন এবং তাকে সাহায্য কর ও সম্মান কর'। দ্র.: আল-কুরআন, ৪৮: ৯। পরিভাষায়: এটি নির্ধারিত শাস্তি নয়। যদিও ভাষাগত কারণে এটিও একটি নির্ধারিত শাস্তি। শরী'আতের ক্ষেত্রে, এটি কোনও নির্দিষ্ট শাস্তি নয়, কারণ এটি পূর্বনির্ধারিত নয়। দ্র. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩০।

[৭] 'আল-উকূবাত' হলো শাস্তি। যেমন বলা হয়- আমি চোরকে শাস্তি দিলাম। আর এটি সেই সমস্যা যা একজন ব্যক্তিকে অপরাধের ফলে সৃষ্ট হয় এবং এটি প্রহার, অঙ্গচ্ছেদ, পাথর ছুঁড়ে মারা বা হত্যার মাধ্যমে হতে পারে। এটিকে বলা হয় উকূবাত। এটি পাপের পরে পাপের অনুসরণ করে, তাই শাস্তি নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে বেশি সাধারণ। দ্র.: *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩০।

[৮] 'আল-জিনায়াহ' অর্থ হলো, اسْمٌ لِمَا يُكْتَسَبُ مِنَ الشَّرِّ 'মন্দের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তার নাম'। পরিভাষায় اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ وَقَعَ عَلَى مَالٍ أَوْ نَفْسٍ 'অর্থ ও জীবনের বিনিময়ে যে হারাম কাজ সংঘটিত হয়'। হদ্দ ও জিনায়াহর মধ্যে 'আম ও খাসের সম্পর্ক। অর্থাৎ প্রতিটি হদ্দই একটি অপরাধ কিন্তু প্রতিটি অপরাধই হদ্দযোগ্য নয়। দ্র.: *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩০-১৩১।

[৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا 'এগুলো আল্লাহর সীমারেখা; সুরতাং এর ধারে-পাশে যেয়ো না'। দ্র. আল-কুরআন, ২: ১৮৭।

[১০] মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-হাকিম আন-নীশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৩২।

[১১] শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী, *পাপ, তার শাস্তি ও মুক্তির উপায়* (রাজশাহী: ওয়াহিদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ২য় প্রকাশ, আগস্ট ২০২১ খ্রি.), পৃ. ১৮৯-১৯০।

[১২] মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আবূ ঈসা ইবনু সাওরা ইবনু মূসা ইবনু যাহহাক আত-তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৮৪, হাদীস নং-১৪২৩।

[১৩] আবুল 'আলা মুহাম্মাদ 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আব্দির রহীম আল-মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামিঈত তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৫৭২।

[১৪] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৫, হাদীস নং-১৪২৪।

[১৫] মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু 'আব্দিল্লাহ আত-তুওয়াইজিরী, *মুখতাসারুল ফিকহিল ইসলামী ফী যাউইল কুরআর ওয়াস সুন্নাহ* (সৌদি আরব: দারু আসদাউল মুজতামি', ১১শ সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ৯৫৭।

[১৬] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭, হাদীস নং-১৪২৫-১৪২৬।

[১৭] মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ ইবনু মু'জাম শাহ আল-কাশ্মীরী আল-হিন্দী, *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম সংস্করষ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১২২।

[১৮] মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-বুখারী আল-জু'ফী, *সহীহুল বুখারী*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইবনি কাসীর, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২২৫৪, হাদীস নং-৫৭২১।

[১৯] তাকীউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবনু 'আব্দিল হালীম ইবনু তাইমিয়াহ আল-হাররানী, *মাজমা' আতুল ফাতওয়া*, ১৬শ খণ্ড (প্রকাশনা স্থান বিহীন: দারুল ওয়াফা, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩১।

[২০] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৭, হাদীস নং-১৪২৭।

[২১] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩।

[২২] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৮, হাদীস নং-১৪২৮।

[২৩] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩।

[২৪] আহমাদ ইবনু শু'আইব আবূ 'আব্দির রহমান আন-নাসাঈ, *সুনানুন নাসাঈ*, ৮ম খণ্ড (আলেপ্পো: মাকতাবুল মাতবূ'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৪০, হাদীস নং-৫৪১০।

[২৫] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।

[২৬] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯, হাদীস নং-১৪৩০।

[২৭] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৫।

[২৮] *মুখতাসারুল ফিকহিল ইসলামী ফী যাউইল কুরআর ওয়াস সুন্নাহ*, পৃ. ৯৬২।

[২৯] আল-কুরআন, ১৭: ৩২; ২৫: ৬৮-৭০; ৬: ১৫১; ২৪: ২-৩; ২৩: ৫-৭; *সহীহুল বুখারী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬২৬, হাদীস নং ৪২০৭; মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান ইবনু আহমাদ আবূ হাতিম আত-তামীমী, *সহীহ ইবনু হিব্বান*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৪২৭, হাদীস নং-৬৫৫।

[৩০] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯০, হাদীস নং-১৪৩২।

[৩১] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৬।

[৩২] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৩, হাদীস নং-১৪৩৪।

[৩৩] *প্রাগুক্ত*।

[৩৪] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৬, হাদীস নং-১৪৩৮।

[৩৫] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪, হাদীস নং-১৪৩৫।

[৩৬] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫, হাদীস নং-১৪৩৬।

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫।

[৩৮] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩০।

[৩৯] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩।
[৪০] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭, হাদীস নং-১৪৩৯।
[৪১] মুহাম্মাদ 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আব্দির রহীম আল-মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামি'ঈত তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ৫৯৩।
[৪২] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮, হাদীস নং-১৪৪০।
[৪৩] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮।
[৪৪] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।
[৪৫] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৬, হাদীস নং-১৪৫১।
[৪৬] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১।
[৪৭] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৭।
[৪৮] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০০, হাদীস নং-১৪৪২।
[৪৯] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।
[৫০] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০০, হাদীস নং-১৪৪৩।
[৫১] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০১, হাদীস নং-১৪৪৪।
[৫২] *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামি'ঈত তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০০-৬০১।
[৫৩] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০২, হাদীস নং-১৪৪৫।
[৫৪] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০২, হাদীস নং-১৪৪৬।
[৫৫] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭।
[৫৬] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৩, হাদীস নং-১৪৪৭।
[৫৭] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৫, হাদীস নং-১৪৪৯-১৪৫০।
[৫৮] *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামি'ঈত তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭।
[৫৯] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪, হাদীস নং-১৪৪৮।
[৬০] *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামি'ঈত তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮।
[৬১] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৭, হাদীস নং-১৪৫৩।
[৬২] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪২।
[৬৩] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৭।
[৬৪] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৮, হাদীস নং-১৪৫৫।
[৬৫] *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামি'ঈত তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬।
[৬৬] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১০, হাদীস নং-১৪৫৭।
[৬৭] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯, হাদীস নং ১৪৫৬।
[৬৮] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩।
[৬৯] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১০।
[৭০] মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু 'আব্দিল্লাহ আত-তুওয়াইজিরী, *মাওসূ'আতুল ফিকহিল ইসলামী*, ৫ম খণ্ড (বাইতুল আফকার আদ-দাউলিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৮৫।
[৭১] *প্রাগুক্ত*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭।
[৭২] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১১, হাদীস নং-১৪৫৮।
[৭৩] *প্রাগুক্ত*।
[৭৪] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২, হাদীস নং-১৪৫৯।
[৭৫] *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামি'ঈত তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২।
[৭৬] আহমাদ মুখতার, *মু'জামুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাতিল মু'আসিরাহ*, ৩য় খণ্ড ('আলামুল কুতুব, ১৪২৯ হি.), পৃ. ২২৪৭।
[৭৭] আল-কুরআন, ১০: ২; ২০: ৬৯।
[৭৮] আল-কুরআন, ২০: ৭০।
[৭৯] আযহারী, *তাহযীবুল লুগাহ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ২০০১ হি.), পৃ. ১৬৯।
[৮০] সালিহ ইবনু ফাওযান আল-ফাওযান, *'আকীদাতুত তাওহীদ* (রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, ১৪৩৪ হি.), পৃ. ১০৫।
[৮১] সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ১২৮, হাদীস নং-২৮৭৪।
[৮২] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২, হাদীস নং-১৪৬০।
[৮৩] *'আকীদাতুত তাওহীদ*, পৃ. ১০৬।

[৮৪] আল-কুরআন, ১০: ৮১।

[৮৫] সালিহ ইবনু ফাওযান ইবনু 'আব্দিল্লাহ আল-ফাওযান, *ই'আনাতুল মুসতাফীদ বি শারহি কিতাবিত তাওহীদ*, ১ম খণ্ড (মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ: মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি.), পৃ. ৩৫১।

[৮৬] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২।

[৮৭] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৩, হাদীস নং-১৪৬১।

[৮৮] *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৩।

[৮৯] আহমাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আবূ 'আব্দিল্লাহ আশ-শাইবানী, *আল-মুসনাদ*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মুওয়াসসাসাতু কুর্তোবা, তাবি), পৃ. ১৬০, হাদীস নং-৬৪৯৩।

[৯০] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৪, হাদীস নং-১৪৬২।

[৯১] *তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামি'ঈত তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬।

[৯২] *জামি'উত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৫, হাদীস নং-১৪৬৩।

[৯৩] *আল-'উরফুশ শাযী শারহু সুনানুত তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭।